সংবাদ।

তারিখ ২২/১২/৮১

386

067

বিদ্যালয়গামী ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেখানো হচ্ছে

১৯৭৮ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় যাওয়ার বয়সী দেড় কোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে মাত্র ৩৯ শতাংশের নাম প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর তালিকাভুক্ত। অথচ সরকারীভাবে ৪৮ শতাংশ নাম তালিকাভুক্ত বলে দেখানো হচ্ছে।

মানবিক সম্পদ উন্নয়ন গবেষণা সংক্রান্ত জাতীয় ফাউণ্ডেশনের এক জরিপে এ তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। দেশের সবকটি বিভাগ থেকে দুটো করে এলাকার ২৩টি গ্রামে এধরনের জরিপ চালিয়ে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

তৃতীয় জাতীয় ভূগোল সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে গতকাল সোমবার 'বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার পরিবেশ'-এর ওপর এক নিবন্ধে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়। নিবন্ধকার কাজী সালেহ আহমদ তাঁর নিবন্ধে বলেছেন, ১৯৭৮ সালে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত তালিকাভুক্ত ছেলেমেয়ের মোট সংখ্যার ৮০ শতাংশকে প্রধানতঃ অভিভাবকদের সামাজিক-অর্থনৈতিক অসঙ্গতির দরুন পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়েছে।

জরিপে এই তালিকাভুক্ত সংখ্যার মধ্যে ৪৪ শতাংশ ছেলে এবং ৩৩ শতাংশ মেয়ে ; কিন্তু সরকারী হিসেবে দেখানো হয়েছে ৫৮ শতাংশ ছেলে এবং ৩৭ শতাংশ মেয়ে।

১৯৭৮ সালে প্রথম শ্রেণীতে ৫১ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১৯ শতাংশ, তৃতীয় শ্রেণীতে ২১ শতাংশ, চতুর্থ শ্রেণীতে ২৬ শতাংশ এবং সকল শ্রেণী মিলে ৩৪ শতাংশ ছেলেমেয়ের পড়াশোনা বাদ পড়ে।

কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যানে দেখানো হয়েছে, পল্লী অঞ্চলে পাঠরত মোট ছাত্রছাত্রীর মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে ৪৪ শতাংশ, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ২০ শতাংশ, তৃতীয় শ্রেণীতে ১৫ শতাংশ, চতুর্থ শ্রেণীতে ১২ শতাংশ এবং পঞ্চম শ্রেণীতে মাত্র ৯ শতাংশ পড়াশোনা করে।

জরিপে আরো দেখানো হয়েছে যে, ১৯৭৮ সালে প্রতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মাত্র ১০জন এবং প্রতি শিক্ষকপিছু ২জন ছাত্র পঞ্চম শ্রেণী পাস করেছে।

নিবন্ধকার অধ্যাপক সালেহ আহমদ তার নিবন্ধে আরো দেখিয়েছেন, পল্লী এলাকার ৯১ শতাংশ অধিক সুবিধাভোগী শ্রেণীর, ৮২ শতাংশ সুবিধাভোগী শ্রেণীর, ৪৮ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর এবং ৯ শতাংশ অর্থনৈতিকভাবে অধিক দুর্বল শ্রেণীর ছেলেমেয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনায় অংশ নেয়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা পরিকল্পনা সফল করার জন্যে অধ্যাপক সালেহ আহমদ সামাজিক-অর্থনৈতিক দুর্দশা দূর